Retail Price Rs. 5/-

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

৪৮ বর্ষ ❀ মে ❀ শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী সংখ্যা ❀ ২০১১ ❀ ১০ম সংখ্যা

❁ পারমার্থিক ❁

❁ মাসিক পত্রিকা ❁

ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@cal3.vsnl.net.in
visit us : www.gaudiyamission.com
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর,
মেদিনীপুর (পূর্ব) মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯০০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃ বঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-
211006 (ইউ. পি.) ফোন ঃ-2500925 STD-0532
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৯৭৬০২৭৭৮৭৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016 ফোন-26868743 STD-011
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118 ফোন-291709 STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163 ফোন-244-484 STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ -9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিমপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। শ্রী গৌড়ীয় মঠ, রিহাবাড়ী (মিলনপুর),
গুয়াহাটী-৮, ফোন ঃ 0361-2732049
৩৬। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৭। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১৮৩
২।	শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত	শ্রীল প্রভুপাদ	১৮৪
৩।	হরিকথা-প্রসঙ্গ	শ্রীল আচার্য্যদেব	১৮৫
৪।	ভগবৎ কথাই কথা আর সব অ-কথা-কু-কথা	শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ	১৮৭
৫।	শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি	শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত	১৯২
৬।	"আমি ভাবি না"	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ (সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)	১৯৩
৭।	শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা	শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ (মঠাধ্যক্ষ, গয়া)	১৯৪
৮।	যুগাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ (মঠাধ্যক্ষ, Rochestor,U.S.A)	১৯৫

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

''ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন ।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥''
— শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

''ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥''
— শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৪৮ বর্ষ ❀ মে ❀ শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী সংখ্যা ❀ ২০১১ ❀ ১০ম সংখ্যা

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা

জীবতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

জীবের চিদ্দেহ-স্ফূর্ত্তি ও সিদ্ধ-পরিচয় কিরূপে লাভ?

''জীব শুদ্ধ চিৎকণ। জীবের চিৎস্বরূপগত একটি সিদ্ধ চিদ্দেহ আছে। সেই নিজ-শুদ্ধ-সত্ত্ব ভুলিয়া মায়াবদ্ধ কৃষ্ণাপরাধী জীব জড়াভিমানে ঔপাধিক জড়দেহে মত্ত হইয়া আছেন। সদ্‌গুরু-কৃপায় জানিতে পারিলে স্বীয় সিদ্ধ-পরিচয়-লাভই পরম সহজ বস্তু।''

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

চিদ্দেহের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কিরূপ?

''মায়িক স্বভাব-বশতঃ লোকে আপনাকে 'পুরুষ' জ্ঞান করে। শুদ্ধ চিৎস্বভাবে কৃষ্ণের পুরুষ-পরিকর ব্যতীত সকল জীবই স্ত্রী। চিদ্‌গঠনে বস্তুতঃ স্ত্রী-পুরুষ-চিহ্ন না থাকিলেও হ্লাদিনী শক্তির কৃপায় স্বভাব ও দৃঢ় অভিমান-বশতঃ যে-কেহ ব্রজবাসিনী হইবার অধিকার লাভ করিতে পারেন।''

—জৈঃ ধঃ ৩২শ অঃ

কৃষ্ণ, মায়া ও জীবের উপমাস্থল কি? জীবের বন্ধন কেন হইয়া থাকে?

''কৃষ্ণ চিদানন্দ-রবি, মায়া তাঁর ছায়া-ছবি
জীব তাঁর কিরণানুগ।
তটস্থ-ধর্ম্মের বশে, জীব যদি মায়া স্পর্শে,
মায়া তারে করয় বন্ধন ॥''

—নঃ মাঃ ৭ম অঃ

জীব কি ব্রহ্ম হইতে পারে না?

''সমুদ্র তরঙ্গ বটে, যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রের অঙ্গ; কিন্তু তরঙ্গ কখনই সমুদ্র নয়। চিৎকণ জীবগণ ব্রহ্মের অংশ হইলেও জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না।''

—তঃ মুঃ ১০

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

আশ্রয়জাতীয় ভেদাংশবিচারে মায়াকর্ত্তৃক অভিভূত আমাদিগকে কৃষ্ণমায়াশক্তি গ্রাস করেছে। জড়জগতে প্রভুত্ব করবার জন্য জড়ের সঙ্গে আমাদের দরকার জানাবার জন্য মায়াশক্তি আমাদের নিকট কতপ্রকারে ছলনা উপস্থিত করছেন! মায়া বহুরূপিণী সজ্জায় উপস্থিত হয়ে।

আমরা আশ্রয়জাতীয় সেবক, আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ নই। আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহগণের আনুগত্যে সেবা করিবার বুদ্ধি পরিত্যাগ করে, যদি আশ্রয়জাতীয়বিগ্রহ সাজবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করি, তাহলে আমাদের অহংগ্রহোপাসনা হয়ে যাবে। আমরা ভেদাংশ-ভেদাংশ না হলে হরিবিমুখতা শিখবো কেন? হরিবিমুখজনগণকে 'আত্মীয়' জ্ঞান করব কেন? নন্দনন্দনের প্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্মে অনাত্মীয়জ্ঞান হওয়ায় আমার এরূপ নানা দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়েছে। আমি মনে করি, এরা আমার গ্রাসাচ্ছাদনের সহযোগিতা করলেন না, সুতরাং এরা আমার শত্রু। আমার সেবোন্মুখতার জন্য যাঁরা সহায়তা করেন, তাঁরাই আমার মিত্র; আমার কৃষ্ণবিমুখতায় যারা সহায়তা করে, তারাই আমার ভীষণ শত্রু। এই বিচার ভুলে আমি বহির্ম্মুখ আত্মীয়-স্বজনের পরিপালন, পরিপোষণ—তাদের জন্য শাক, মাছ, কাঠ আহরণ ইত্যাদি কার্য্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। নন্দনন্দনের প্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্মের সেবা-বিস্মৃতি ইহার কারণ।

যাঁদের সৌভাগ্য অপেক্ষাকৃত কম তাঁরা বলেন,—সীতারামের উপাসনাই সর্ব্বোত্তম। যাঁদের সৌভাগ্য তদপেক্ষা কম, তাঁরা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও চতুর্ব্যূহের উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। যাঁদের সৌভাগ্য বলতে কিছু নাই, সেইসকল দুর্ভাগা ব্যক্তি নির্ব্বিশেষচিন্তায় আচ্ছন্ন হন এবং নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রভাবকেও স্বীকার না করে শূন্যবাদকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। আবার কেহ কেহ সন্দেহবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ প্রভৃতির অবতারণা করে থাকেন। এইরূপে কৃষ্ণসেবাবিমুখতা যার যত বাড়ে, সে ততটা গুরুপাদপদ্ম ত্যাগ করবার জন্য ব্যস্ত হয়। যে যেরূপ কৃষ্ণবিমুখ, সে সেইরূপ কৃষ্ণ বিমুখতাকেই গুরু বলে বরণ করে। এইরূপে ক্রমশঃ জীব সঙ্কুচিত-চেতনাবস্থা হতে প্রস্তরত্ব পর্য্যন্ত লাভ করে। এইরূপ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হলেই যিনি চৈতন্য মহোৎভীষ্ট স্থাপন করছেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের শোভা দর্শনের জন্য আমাদের লোভ হয় না।

আমার অন্য এমন কি কার্য্য পড়ে গিয়েছে যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ছেড়ে আমি সেই কার্য্যে ধাবিত হচ্ছি? ত্রিবিধ তাপে জগতের অনন্ত জীব যে ক্লেশ পাচ্ছে আমার কি সেই দুর্গতি কখনও বরণীয়া! ইতর কথা প্রবল হলেই সংসারে প্রবৃত্তি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীনামের কথা বলেন, অনর্থনিবৃত্তি হলে ভগবানের রূপের কথা বলেন, আরও বেশী অনর্থনিবৃত্তি হলে ভগবানের গুণের কথা বলেন। তদপেক্ষা অনর্থনিবৃত্তি হলে লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কথা বলে পূর্ণভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট করেন। তখন আমরা লীলাপ্রবিষ্ট হয়ে নন্দনন্দনের সেবা করি। সেই সেবা কি মাতাপিতার নিকট হতে লব্ধ শরীর সাবিত্র্য-জন্ম বা মনোধর্ম্মজীবির দ্বারা লাভ হয়? একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম হতেই সে বস্তু লাভ হতে পারে। গুরুপাদপদ্ম নিত্য। তাঁহার সঙ্গরাহিত্য যেন মুহূর্ত্তের জন্যও না হয়—মুহূর্ত্তের জন্যও যেন গুরুপাদপদ্মের বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন না হই, অন্য কোন প্রাকৃত প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে লবমাত্র যেন গুরুপাদপদ্ম ছেড়ে না দিই। অন্য বাজে লোকের কোন পরামর্শ শুনে যেন গুরুপাদপদ্ম হতে বঞ্চিত না হই।

শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মাদেবর্ষি হতে আরম্ভ করে সকলেই আমার গুরুদেব। আমার গুরুদেব তাঁর গুরুদেবকে 'গুরুদেব' বলেন। সকলেই এক পর্য্যায়ের গুরুদেব। এঁদের মধ্যে কোন ভেদ নাই—এঁদের কথায় কোন ভেদ নাই।

বিভিন্ন আরোহবাদীর প্রণালী নিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব দর্শন একপ্রকার, আর শ্রীচৈতন্য যখন স্বয়ং আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করান, তখন ভক্তিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁর দর্শন—অন্যপ্রকার। এই ভক্তিজ্ঞানে অতীন্দ্রিয় বাস্তববস্তু-দর্শনের সুষ্ঠ দর্শন প্রণালী চতুঃশ্লোকী ভাগবত-প্রারম্ভে নারায়ণ ব্রহ্মাকে প্রদর্শন করেছিলেন। সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালী দিয়ে যারা অতীন্দ্রিয় বস্তু দর্শন করেন, তাঁদেরই প্রকৃত ও পূর্ণদর্শন সম্ভব; কিন্তু ঐ ভাগবতীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীকে যিনি যে পরিমাণে কম

আশ্রয় করবেন তাঁর দর্শনও সেই পরিমাণে অসম্যক্ এবং কোন কোন ভাবে বিকৃত হয়ে পড়বে। ব্রহ্মা নারায়ণকে এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রভাবেই দর্শন করতে পেরেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ণচেতনায় বাস্তব বস্তু, এই ভক্তি-বিজ্ঞানের প্রণালীতেই তাঁর দর্শন হয়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, প্রকাশানন্দ প্রভৃতির ন্যায় পণ্ডিত, মনীষা, বৈদান্তিক প্রধান অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যখন নিজের শক্তির দৌড় নিয়ে চৈতন্যদেবকে মাপতে গিয়েছিলেন তখন শ্রীচৈতন্যদেবকে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন কোন মর্ত্ত্যপুরুষ বা সন্ন্যাসী প্রচারক কিংবা প্রেমিক পুরুষমাত্র দেখতে পেয়েছিলেন, আর যখন শ্রীচৈতন্যদেবের দৃষ্টিদানে পূর্ণোদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করেছিলেন, তখন দেখেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব আর একপ্রকার—তিনি সন্ন্যাসী নন—প্রচারকমাত্র নন—সামান্য সমাজসংস্কারক নন—ভক্তিমান্ প্রেমিক পুরুষমাত্র নন—নারায়ণমাত্রও নন—তিনি পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। কোটি কোটি সন্ন্যাসীর গুরুবর্গ শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণের পাদপদ্মের কিঙ্কর—নিখিল ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণের কোন স্থল বিকৃত, কোনস্থল অসম্যক্ ও আংশিক কথার কীর্ত্তনকারী মাত্র—সমগ্র সমাজ সংস্কারকগণ শ্রীচৈতন্যের ভৃত্যানুভৃত্যের দু-একটি কথার আংশিক ও বিকৃত বিচারে অবদ্ধমাত্র—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর শ্রীচৈতন্যের দাসগণের প্রশাস্তিগায়ক। নারায়ণ, রাম-নৃসিংহাদি বিষ্ণুর অবতারসমূহ যাঁর পাদপদ্মে আবদ্ধ, সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যের দাস্যভিমানী কিঙ্কর। শ্রীচৈতন্যদেব—পরতত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। ❑

হরিকথা প্রসঙ্গ

বৈষ্ণবের স্বসুখবাঞ্ছা নাই। কিঞ্চন বৈষ্ণব নহে, অকিঞ্চনই বৈষ্ণব। কিঞ্চনতা থাকিলে সেখানে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ—রাগ ও দ্বেষ—গ্রহণ ও ত্যাগ থাকিবে। রাগের বশবর্ত্তী হইয়া জীব গ্রহণ করে। আর যেখানে দ্বেষ, সেখানেই ত্যাগ। বৈষ্ণব যাঁহাকে দয়া করেন, তাঁহাকে জাগতিক কোন বস্তু প্রলুব্ধ করিতে বা টলাইতে পারে না। তিনি জগতের সহিত মিশিলেও তাহাতে তাঁহার অভিনিবেশ নাই।

শ্রীনামের মধ্যেই সব আছে। শ্রীনাম প্রথমে অর্চ্চা। বদ্ধজীবের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলভাবে যে নামের প্রকাশ, তাহাই অর্চ্চা। শ্রীরামানুজাচার্য্যের অনুগত শ্রীবৈষ্ণবগণ অর্চ্চনমার্গের লোক। অর্চ্চনমার্গই—প্রপত্তি বা শরণাগতিই তাঁহাদের চরম কথা। মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ—অর্চ্চা। অর্চ্চা নড়েন-চড়েন না। বদ্ধজীব তাঁহাকে Static দেখে। চিত্তবৃত্তি যেখানে Static, সেইখানেই শ্রীনাম শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে কৃপা করেন।

শ্রীকৃষ্ণনামের মধ্যে বিষ্ণুনাম আছে। সম্মুখে শ্রীরাধাগোবিন্দবিগ্রহ থাকিলেও অর্চ্চনকারী শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা করেন। অনর্থযুক্তের অর্চ্চিত বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহ নহেন। অর্চ্চনকারীর যোগ্যতানুসারে শ্রীভগবানের প্রকাশ। কখনও ভাবে পূজা হয়; যেমন শ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দজী, শ্রীসনাতনের শ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্রীজীবের শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীগোপাল ভট্টের শ্রীরাধারমণ, শ্রীভক্তিবিনোদের শ্রীরাধা-গিরিধারী—ইঁহাদের প্রত্যেকের ভাবসেবা। ভাবসেবা ও অর্চ্চনের মধ্যে তফাৎ আছে। বৈধী ভক্তিতে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয় না শ্রীহ্লাদিনীর কৃপায় রুচি বা রস আসে, তবেই যুগলিত শ্রীকৃষ্ণের ভজন হয়। অনর্থযুক্তাবস্থায় শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা নাই, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণরূপেই তিনি সেবা গ্রহণ করেন; অর্চ্চনমার্গই বিধিমার্গ। একটি পঞ্চরাত্রের মত, আর একটি ভাগবতের মত। পঞ্চরাত্র যদি শব্দকে বাদ দেয়, তবে সংসার হইবে। অর্চ্চন করিতে করিতে পঞ্চোপাসক হইয়া যাইবে। যেখানে শব্দানুশীলন বাদ দিয়া অর্চ্চন কেবল ক্রিয়া-কলাপে পর্য্যবসিত, সেখানে অর্চ্চন হইতে চ্যুত হইয়া পঞ্চোপাসক না হইয়া পারে না। অর্চ্চন শুদ্ধ হইলে ভজন হইবে। পঞ্চরাত্র ও ভাগবতে একই কথা বলে। শব্দানুশীলনের মধ্যে অর্চ্চন অনুস্যূত। নামানন্দ হইলে বর্ণাশ্রম থামিয়া যাইবে,

পৃথগ্‌ভাবে রূপধ্যান বা অর্চ্চন বিরাম লাভ করিবে। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই সম্পূর্ণ অভিধেয়। অর্চ্চনের ক্রিয়াকলাপে যে ত্রুটি হয়, তাহা শ্রীনামের কৃপায় নিশ্ছিদ্র হইয়া থাকে। শব্দেই সব হইয়া যায়। শ্রীনামানুশীলনই মূল। শ্রীনামসেবা বাদ দিলে সুবিধা হইবে না। শ্রীনামের অনুশীলন হইলে বিক্ষিপ্তচিত্ততা, বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিতর্ক সব চলিয়া যাইবে। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া শ্রীনামসেবা দেন। কৃষ্ণ বা নাম শ্রীগুরুদেবের বাধ্য। আমাদের গুরু অখিলরসামৃত-সেবক, তাঁহাতে সকল রস আছে। ১০৮টি তীর্থ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থিত। কৃষ্ণ একজনকে (গুরুকে) লইয়াই সন্তুষ্ট, কিন্তু গুরু তাহা চান না, তিনি কৃপা করিয়া সকলকে ভগবৎ-সেবায় সুযোগ দেন। তাঁহার এত দয়া! সুতরাং গুরুর মত পরম বন্ধু আর কেহ নাই। আমার যদি শোধিত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই শোধিত করিবেন। সকলে আমার গুরুর হইয়া আমাকে কৃপা করুন, গুরুদাস ইহাই প্রার্থনা করেন। যে বালিশ বা অজ্ঞ, তাহার গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি পরবুদ্ধি, আপনবুদ্ধি নাই। সে স্ত্রীপুত্রাদিকে আপনবুদ্ধি করে, কিন্তু সাধুগুরুকে আত্মীয়জ্ঞান করে না—সাধুগুরুতে পরবুদ্ধি থাকায় তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তার আবশ্যকতা বোধ করে না। এই অজ্ঞগণ যাহাতে সাধুগুরুকে আপনজ্ঞান করিতে পারে, তজ্জন্য সাধুগণ যত্ন করেন। যে কৃষ্ণকে ও কার্ষ্ণকে আপনজ্ঞান করে না, তাহাকে আপনজ্ঞান করাইবার জন্য যে স্নেহময় আন্তরিক চেষ্টা তাহা ক্ষীণতমা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করেন। আমার গুরুদেব নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তিনি বড় সুন্দর, তাঁহার সেবা সৌন্দর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ মোহিত। তিনি সর্ব্ব গুণাকর। গুরুদেবের সব ভাল। আমার গুরুর সব ভাল। গৌরের আমার সব ভাল।

বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত এক নহে। বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থা মুক্ত-অবস্থা নহে, আবার বদ্ধ অবস্থাও তটস্থ অবস্থা নহে। সাধুসঙ্গ হইলে বদ্ধজীব ক্রমশঃ তটস্থের দিকে যায় এবং তৎপরে মুক্তের দিকে গমন করে। যখন তটস্থের দিকে গতি হয়, তখন ঈশ্বর, পরমাত্মা ও অন্তর্য্যামী—এই তিনটী দেখেন। সেখানে সচ্চিদানন্দের বিলাস নাই—লক্ষ্মীসহ বিলাস নাই। ভক্ত কিন্তু পরমাত্মাতে বিলাস দেখেন। পরমাত্মার সহিত লক্ষ্মীর বিলাস আছে। কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী—এই তিনজন পরমাত্মা। পরমাত্মা ভোগ করেন না, তিনি কেবল দেখেন মাত্র, আর জীব কর্ম্মফল ভোগ করে। এই পুরুষাবতারত্রয়ের জ্ঞান হইলে আর সংসার থাকে না। ঈশ্বরের প্রতি শরণাগতি ও আনুগত্যের অভাব হইলেই দুঃখ। অনুগত হইলে শোক বা দুঃখ আর কোন কিছু থাকে না। 'আমি কৃষ্ণদাস'—ইহা বিশ্বাস করিলে দুঃখ থাকে না। অনুগতই সুখী, স্বতন্ত্রই দুঃখী। স্বতন্ত্র অধোক্ষজ হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে মাপিয়া লইতে যায়। আর অনুগত ব্যক্তি তাঁহাদের বলে বলীয়ান্ হইয়া কার্য্য করে। সেইজন্য তাঁহার কোন দুঃখ নাই।

ভগবান্ কখনও বদ্ধ, তটস্থ বা মুক্ত হন না। কারণ, তিনি বিভুচৈতন্য। ভগবানের বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি পরিণত হইয়া এই বদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করে। উঁহার অন্তরঙ্গশক্তি পরিণত হইয়া জড়-মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বা গোলোক প্রকাশ করেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা বা বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্ত্তী তটস্থাশক্তি পরিণত হইয়া অসংখ্য অণুচৈতন্য বা জীব প্রকটিত হন। বিভুচৈতন্য ভগবান্ তটস্থাশক্তিজাত নহেন। অণুচৈতন্য জীব তটস্থশক্তির পরিণাম বলিয়া গোলোকে বা বৈকুণ্ঠে অবস্থানকালে অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রিত। আর যখন জীব জগতে অবস্থান করেন, তখন তিনি বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তির অধীন। জড়জগৎ ও বৈকুণ্ঠ উভয় স্থানেই জীব অবস্থান করিতে পারেন বলিয়া তিনি তটস্থশক্তির পরিণাম। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারিটি বিশেষ সংজ্ঞায় তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ স্বরূপবিগ্রহ। গোলোক, বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও তথাকার বস্তু-সকল তদ্রূপবৈভববিগ্রহ। জীব তটস্থবিগ্রহ এবং প্রধান অবিদ্যা ও মায়াময়। প্রধানের পরিণাম বদ্ধভাব, জীবের পরিণাম তটস্থভাব, তদ্রূপবৈভবের পরিণাম মুক্তধাম বৈকুণ্ঠ বা গোলোক।

জীবের প্রাকৃত অভিমানের নাম বদ্ধাবস্থা। সাধুগণ বলেন—কৃষ্ণস্মৃতি দূর হইলেই জীব ইহজগতে নিজাস্তিত্ব অনুভব করেন, বস্তুতঃ তিনি কৃষ্ণদাস। যখন জীব মায়ার অধীন হন, তখন তাঁহার স্থূল শরীর ও লিঙ্গ-শরীর বা মন তাঁহার মুক্তরাজ্যের। জীবের বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থাদ্বয় কখনও

তাঁহার মুকত্রাজ্যের স্বরূপ পরিচয় দিতে সমর্থ হয় না। অনেকে তটস্থ-অবস্থাকে মুক্ত-অবস্থা মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়। তটস্থ অবস্থা নির্ব্বিশেষ অবস্থা। মায়াবাদী বলেন—তটস্থ-অবস্থা-লাভই মুক্তি, কিন্তু সাধুগণ বলেন—ভগবৎসংসারে অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি।

পন্থা দুইটি—একটি আরোহপন্থা আর একটি অবরোহ-পন্থা। শ্রৌতপন্থিগণ অবরোহপন্থী। তাঁহারা শ্রুতির পথ, কর্ণের পথ, শরণাগতির পথ বা আনুগত্যের পথ অঙ্গীকার করেন। আর যাঁহারা আধ্যক্ষিক বা যাঁহাদের মাপাবুদ্ধি প্রবল, তাঁহারা আরোহপন্থা গ্রহণ করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন ''সেদিক্ থেকে—মুক্ত-ভূমিকা থেকে—কৃষ্ণের দিক্ থেকে দেখ, সব ঠিক আছে; কৃষ্ণসম্বন্ধ ও ভজনযুক্ত অবস্থা হ'তে দে'খলে কোনও অসুবিধা নাই—সব ঠিক আছে। আর এদিক্ থেকে—বদ্ধভূমিকা থেকে—মেপে নেওয়া অবস্থা থেকে দে'খলে দে'খবে সব উল্টোপাল্টা।'' 'ওদিক্ থেকে দেখা' অর্থে তর্কপন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক গোলোক হইতে অবিকৃত অবস্থায় অবতীর্ণ শ্রৌতবাণীর আনুগত্যে দেখা বা কাণ দিয়া দেখা। ইহারই নাম অবরোহপন্থায় দেখা। আর 'এদিক থেকে দেখা' অর্থে আরোহপন্থায় দেখা।

সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণচিন্তা করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা অহর্নিশ হওয়া দরকার। অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিলে ও বলিলে—কৃষ্ণজনের সঙ্গে কৃষ্ণধামে অহর্নিশ বাস করিলে নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তা ও কৃষ্ণাভিনিবেশ স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। তখন ভোজন করিবার সময়ও কৃষ্ণচিন্তা হইবে, শয়নকালেও কৃষ্ণচিন্তা হইবে, এমন কি নিদ্রার মধ্যেও কৃষ্ণচিন্তা হইতে থাকিবে। ইহা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় হয়, অন্য কোনপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে ইহা হইতে পারে না। বিষয় বিভাবিত ব্যক্তির চিত্ত যেমন বিষয়নিমগ্ন হয় ভগবচ্চিন্তারত চিত্তও সেইরূপ ভগবানে তন্ময় হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় মলিনতা নষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করে। শ্রীকৃষ্ণস্মরণেই অন্তঃকরণশুদ্ধি ও প্রেমভক্তি লাভ হয়। যিনি কোন উপায়েই চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে না পারেন, তিনি উত্থান নিদ্রা প্রস্থান প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও প্রস্খলনাদি যে কোন অবস্থায় সর্ব্বদাই 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিবেন, ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। শ্রীমন্মহাপ্রভুও সর্ব্বদাই কৃষ্ণচিন্তা করিতে বলিয়াছেন—

''কি শয়নে কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥''

''অহর্নিশ চিন্তা কৃষ্ণ, বলহ বদনে''—এই প্রভুপদেশ সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত না হওয়ার জন্যই আমাদের ভজনে উন্নতি হইতেছে না। কীর্ত্তনমুখে চিন্তা বা স্মরণই মহাজনোপদিষ্ট পদ্ধতি।

—০—

ভগবৎ কথাই কথা আর সব অ-কথা-কু-কথা

শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ

সিউড়ি (রবীন্দ্র সদন), বীরভূম

১২ই জুলাই, ২০০৮

পরম আরাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণ কমলে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করে আজ আমরা কয়েকদিন ধরে ভাগবত কথাপ্রসঙ্গে এসে জীবের উচ্চাবচ জন্ম পরিভ্রমণ এবং এর থেকে কিভাবে সে রেহাই পেতে পারে এ সমস্ত অনেক কথা শোনবার সুযোগ পেয়েছি।

কথা তো আমরা শ্রবণ করি, কিন্তু কোন্ কথাটার গুরুত্ব কত—তা সব সময় আমরা বিচার করি না। কথাই আমাদের আনন্দ দেয়, কথাই আমাদের আকৃষ্ট করে আর কথাই নিত্যানন্দে নিমজ্জিত করে। কথা শ্রবণে এত বড় লাভ হয়। সেই কথাই কথা, যে কথা আমাদের আত্মভূমিকায় উত্তীর্ণ

করায়। আর সব অকথা-কুকথা—যেগুলি নিরন্তর আমাদের উৎপীড়ন করে। যে কথার দ্বারা আমরা উৎপীড়িত হই, সেগুলি আত্যন্তিক ভূমিকার কথা। আত্যন্তিক ভূমিকায় অক্ষজ বস্তুর কথা হয়, আর পারমার্থিক ভূমিকায় অধোক্ষজের কথা হয়। অধোক্ষজ, আধ্যক্ষিক, অক্ষজ-এই term-গুলি আমাদের বুঝতে হবে। অধোক্ষজ মানে সেখানে অক্ষজ জ্ঞান অধঃক্ষিত হয়েছে। অক্ষজ জ্ঞান মানে অ থেকে খ পর্যন্ত যে জ্ঞান জগতের অপারমার্থিক জ্ঞান। কিন্তু সেই জ্ঞানের দ্বারা আমাদের হবে টা কি? সেই জ্ঞান আমরা অনেক উপার্জন করতে পারি—কিন্তু তা আমাদের অজ্ঞতার থেকে রক্ষা করতে পারে না। সেজন্য সেই কথাই শুনতে হবে যে কথা জীবনে চরমশান্তি এবং পরমানন্দ লাভ করাতে পারে। জীবের পরমানন্দ এবং শান্তি—এসব শুনতে পাওয়া যায় মাত্র, যতক্ষণ লাভ না হয় জীব বুঝতে পারে না। জীব চিরদুঃখী। সে সব সময় মাথা খাটাচ্ছে কি করে আমি সুখী হব? কিন্তু সুখী হতে পারছে না। নিত্য জীবনে প্রবেশ লাভ না হওয়া পর্যন্ত তার দুঃখের চির অবসান হয় না। আর সেই নিত্য জীবনে অর্থাৎ নিত্য সেবায় প্রবেশ করবার জন্য আমাদের সব সময় ভগবান্ অধোক্ষজের কথা শ্রবণ করতে হবে। সেজন্য রাজা পরীক্ষিৎকে alert করে দিয়ে শুকদেব গোস্বামীপাদ বলছেন—

''শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥''

(ভাঃ ২।১।২)

আমরা ভগবানের কথা বাদ দিয়ে কত কথা শুনছি। অধোক্ষজের কথা বাদ দিয়ে অন্য কথা শুনলে আমাদের কেবল শোনাই সার হবে—মঙ্গলের রাস্তার সন্ধান দিতে পারে না। আর অধোক্ষজের কথা শোনা না হওয়া পর্যন্ত এসব কথা শোনার থেকে বিরতিও নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কত paper পড়ছি, কত দেশ বিদেশের খবর জানছি—এসব অক্ষজ জ্ঞানের কথা। কিন্তু অক্ষজ জ্ঞানের মধ্যে কোনো তৃপ্তি নেই, শেষও নেই। সেজন্য অধোক্ষজের কথা শোনবার জন্য ভাগবত সব সময় প্রণোদিত করেছে। অধোক্ষজ মানে জগতের কথা নয়, জগতের বাইরের কথা। আর এটা অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা শোনবার কথা নয়, অধোক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা শুনতে হবে। শুনলে কি হবে? পরম পদ পাবে, ভগবৎ চরণে প্রীতির উদয় হবে।

''স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥''

(ভাঃ ১।২।৬)

কারো যদি আত্ম প্রসন্নতা প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে অধোক্ষজের কথাই শুনতে হবে। আমরা বলতে পারি আত্ম-ধর্মে কি এত বৈশিষ্ট্য আছে?—আছে, বৈশিষ্ট্যের জন্যই আত্মধর্ম দরকার সকলের কাছে। আর আত্মধর্মের কথাটা ভাগবৎ ধর্মেই উল্লিখিত আছে। ভাগবৎ বলছেন—

''ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥''

আত্ম ধর্ম এইখান থেকে শুরু হল। 'ধর্ম্মঃ প্রোজঝিত-কৈতবোঽত্র' —যত রকম ছলনা আছে সেগুলিকে বাদ দিয়ে শুনতে হবে। সেজন্য শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীপাদ alert করে দিয়ে বলছেন, দেখুন ভগবান কৃষ্ণের কথা শোনা হলে আমাদের সমস্ত কথা শোনা পরিপূর্ণতা লাভ করবে। কিন্তু শোনা হচ্ছে না কেন? না—

''অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥''

আমরা গৃহের মধ্যে থেকে আত্মতত্ত্বের কথা না শুনে অবর-অচেতন পদার্থের কথা শুনছি। চেতন ভূমিকায় না আসা পর্যন্ত চেতনের কথা শোনা যাবে না। আর অধোক্ষজ বিষ্ণুর কথা না শোনা হলে আমরা সর্বতোভাবে লোকসানে পড়ে যাব। ভগবানের কথা শোনার আগে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের funtion-গুলোকে রদ করা দরকার, মানে ইন্দ্রিয়ের funtion-গুলোকে একমুখী করে ভগবানের কথা শোনা দরকার। যাদের শোনার, বলার কথা অনেক আছে তারা কখনো ভগবানের কথা শুনবে না। ভগবান অধোক্ষজের কথা যারা শোনে তাদের শোনবার চিত্তবৃত্তিটা একমুখী হয়ে যায়। গুরুমুখী হয়ে, ভাগবতের দিকে-শাস্ত্রের দিকে একমুখী হয়ে সারাৎসার শ্রবণ করবার জন্য অপেক্ষা করে-তখন ভগবৎ কৃপায় অধোক্ষজের কথা তাঁদের কানে পৌঁছায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন ভাগবৎ ধর্ম্ম তারাই যাজন করতে পারেন-যাঁরা নির্মৎসর সাধুজনকে আশ্রয় করতে শিখেছেন। পরম নির্মৎসর সাধুগণের ধর্ম হচ্ছে পরধর্ম—যার দ্বারা

অপর ধর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তারপর আরো clear করে বলছেন—

''স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।''

''অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তি করলে আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে''—এই কথাটা শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রের সার কথা। এই কথাটা যারা বুঝতে শিখবেন তারা সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত যত কথা বলবেন, determind করে বলবেন— অধোক্ষজের গুণগ্রাহী কতটা হচ্ছে, সেজন্য তারা শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারা অনুভব করবার চেষ্টা করবেন। এখন এই যে অধোক্ষজের কথা অধোক্ষজ বস্তুর যারা চর্চা করেন তাদের মুখ নিঃসৃত হওয়া দরকার। অক্ষজ জ্ঞানের ভূমিকায় অধোক্ষজের কথা স্ফুরিত হয় না। আমরা অধোক্ষজের ভূমিকায় তো নাই, অক্ষজ ভূমিকায় আছি। সেই ভূমিকা থেকে অধোক্ষজ বস্তুর কথা বা সেই সমস্ত বিষয় যাঁরা চর্চা করেন তাদের কথা কি করে ধারণা করতে পারা যায়—এটা চিন্তনীয়। যেখানে 99% লোক অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তি করে না সেখানে আমরা আছি। অধোক্ষজের কথা শ্রুতি যোগে পান করলে তখন আমাদের চিত্তটা নির্মল হবে, নির্মল হলে তখন যেখানে বিমল প্রেম ধর্মের কথা আছে সেই রাজ্যের কথা শুনতে অভ্যস্ত হব। অতএব সেই সমস্ত কথা শুনবার আগে আমাদের চিত্তের ভূমিকাটা জানতে হবে। রাজা হিসাবে তিনি কত কথা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাকে বলা হল—

''শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥''

অনেক কথা তুমি শুনেছো, তোমার কানের মধ্যে কত কিছু কথা ঢুকেছে। কিন্তু এগুলির দ্বারা পরাভক্তির উদয় করায় না, অধোক্ষজের কথা এখানে নাই। অধোক্ষজ বিষ্ণুর কথা কোথায় আছে? ভাগবতে আছে।

ভাগবৎটা কি?

''নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥'' (ভাঃ ১।১।৩)

নিগম কল্পতরুর গলিত ফল স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত। সারকথাটা জানতে হবে। রসিক-ভুবি জনের মুখ থেকে শুনতে হবে। রস এমন একটা জিনিস যে একবার যার প্রাণে লেগেছে সে আর ছাড়তে পারবে না। সেজন্য 'রসিকা ভুবি ভাবুকা' যারা তোমার কথা শুনতে অভ্যস্ত আছে। রসিক হয়ে ভগবানের কথা, রসময় বস্তুর কথা শুনতে হবে রসিক ভক্তগণের মুখ থেকে তবে আমাদের শোনা সার্থক হবে। এই ভাবে বললেন, যে দ্যাখো গৃহে যারা বদ্ধ হয়ে আছে, সংসারকে খোঁটা করে জীবন পাত করছে যারা তাদের কথা শুনলে হবে না। তাদের অনুভূতিটা হবে জগতের উপর base করে। কিন্তু ভাগবত কথা যাঁরা শুনছেন, শুনতে মনোঽভীষ্ট হয়েছেন, শুনতে বদ্ধ পরিকর হয়েছেন তাঁদের এক কথা। জগতে তাঁরা একায়ন পন্থী, আর সব বহুপন্থী। সেজন্য তাদের কথা শোনার দরকার নাই। জগতে মিথ্যা যে সমস্ত কথা, অর্থাৎ যে কথার ফল বিশেষ কার্যকরী হয় না, যার দ্বারা পারমার্থিক জ্ঞান লাভ হয় না। সে সমস্ত কথা শুনতে হবে না। আমাদের অধোক্ষজ কৃষ্ণের কথা শোনাটাই হচ্ছে একমাত্র ভগবানকে জানার উপায়। শ্রীল পরীক্ষিতকে শ্রীল শুকদেব বললেন—ভগবানের কথা কারা শুনবে? যারা সংসারের সব কথাকে একরকম ভাবে শোনে কিন্তু ভগবানের কথাকে আরো emphasis দিয়ে শোনে, ভাগবতের কথা, ভক্তগণের কথাকে আরো taste দিয়ে শোনে। যেমন,

''স্ত্রীর কথা শোনে যেন স্ত্রীজিত জনে।''

Without any miss-সব কথা তারা গ্রাস করে, সেজন্য তাদের কথা শোনাটা সার্থক হয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তখন সেইভাবে রাজাকে কথাটা ধরতে শেখালেন। রাজা তো খুব বিষয়ী হলেও ভক্ত। তখন তিনি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অধোক্ষজ কৃষ্ণের কথা, ভক্তগণের জীবন চরিত কথা। আর সেই ভূমিকাই তাঁকে পরিবেশন করেছেন শ্রীল গোস্বামীপাদ। আমরা plane বিচার না করে চললে অসুবিধায় পড়ে যেতে হবে। কোন Plane-এ আমাদের যেতে হবে, কোন ভূমিকায় আমাদের থাকতে হবে, কোন ভূমিকায় আমাদের শ্রবণ কীর্ত্তন করতে হবে। এসব কথা বিচার করা দরকার। আর ভগবৎ ধর্ম তারাই যাজন করতে পারবেন যাঁরা ভাগবত ধর্মকে স্বীকার করেছেন মনে প্রাণে। ভাগবত ধর্মের বৈশিষ্ট্য কি? অধোক্ষজ মহাবিষ্ণুর কথা শুনবে সমাহিত চিত্তে,

ধ্যানস্থ চিত্তে, সেই রকম কান দিয়ে শুনবে। ধ্যানটা হয় না কেন? বহু কথা শুনলে এক বস্তুতে ধ্যান আসতে পারে না। সেজন্য ভক্তগণের শুনবার বহু কথা থাকে না, তাদের শুনবার কথা একই।

'কৃষ্ণ-গোবিন্দ-হরে-মুরারে'—এই রকম ভগবানের নামাবলী, রাত-দিন তাঁরা শুনছেন, তথাপি তাঁদের শোনার তৃষ্ণা মেটে না। সেজন্য এই কথাই অজস্র ভাবে শুনতে হবে, শোনার সর্বস্ব বৃত্তি নিয়ে শুনতে হবে। তাহলে আমাদের জীবন-মরণ পালা সব চুকে যাবে—গিয়ে মহা আনন্দ রাজ্যে প্রবেশ হবে। সেজন্য বলছেন যে, ভগবান্ রসময় বস্তু। রসময় মানে কেবল আনন্দ কন্দ ভগবানের কথা। সেজন্য তাকে সেই ভাবে শুনতে হবে। শাস্ত্র বলছেন—

''মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভি বির্শতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥''

বিষয়ী লোক যারা এসব কথার অর্থ বোঝে না তারা একই বস্তুকে বা অসার বস্তুকে চর্বিত চর্বণ করে জীবনের সময়টা বিকিয়ে দেয়। সেজন্য আমাদের খুব সাবধানতার সঙ্গে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে কোন প্রকার চঞ্চলতা না রেখে শুনতে হবে। ভগবানের কথা শুনলেই মঙ্গল লাভ হয়।

''শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥''

ভগবান আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে যান। কি করলে? না, শৃণ্বতাং স্বকথা কৃষ্ণ। আমাদের পূণ্য শ্রবণ, কীর্ত্তন, ভগবানের যশ শ্রবণ করতে হবে, ভগবানের যশ শ্রবণ করবার জন্য পাগল হতে হবে। ভগবান কে? শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ বলছেন।

''অখিলরসামৃতমূর্তিঃ-
প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকা-পালিঃ।
কলিত-শ্যামা-ললিতো
রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥''

রাধা প্রেয়ান বিধু যিনি তাকেই আমাদের শুনতে হবে। কান দিয়ে অন্য কথা শোনার সময় কোথায়?

''স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥''

অধোক্ষজে ভক্তি করা মানে অধোক্ষজের কথা শোনা এবং সেটা জীবনে পালন করার কথা আছে। আমরা বহু কথা শুনি কিন্তু আসল কথা বুঝতে পারি না কেন? বহু কথা শোনার সঙ্গে আসল কথা শোনাটা সামিল হয়ে যায়। সেজন্য ভগবানের কথা শুনতে হবে দৃঢ়তার সঙ্গে এবং রস মিশ্রিত কান দিয়ে। রসিক হয়ে রসিক ভক্তগণের কথাটাকে হৃদয়ে ধরে রেখে শুনতে হবে। ভাগবত বলছেন,

''তস্মাৎ একেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥''

এক-আধঘণ্টা নয়, এক-আধটা দিন নয়, একটা মাস নয়, বছর নয় নিত্যকাল ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হবে। বেঁচে থাকা যায় যতদিন ততদিন ভগবানের কথা প্রাণ ভরে শুনতে হবে। ''শৃণ্বতাং সততং বিষ্ণু''—আমরা নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে ভগবানকে কতটুকু শুনি যে তিনি আমাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হবেন? প্রীতিমান পুরুষের কথা প্রিয় হয়ে শুনতে হয় প্রিয় হয়ে বলতে হয়। যেভাবে প্রীতি দিয়ে তাঁকে শুনবো ঠিক সেই ভাবে তাঁকে কীর্ত্তন করতে হবে। শ্রোতব্য বস্তু ঠিক হলে কীর্ত্তিতব্য বস্তু ঠিক হবে। কিন্তু আমরা যে ভগবানের কথা শুনবো আমরা গৃহমেধী হয়ে পড়েছি। যা করছি সব গৃহকেই centre করে শরীর মনকে খোঁটা করে করছি বলে শ্রবণটা ফলপ্রসু হয় না। কেন না ভগবান প্রেমময় বস্তু, রসময় বস্তু সেই রসময় ভূমিকায় নিজেকে উত্তীর্ণ করে শুনতে হবে। সে জন্য আমাদের জীবনের যদি কিছু মূল্য থাকে ভগবানের কথা শোনা-বলার দিকেই ধ্যানটা দিতে হবে। এই কথাগুলি যদি আমাদের মনে না থাকে তাহলে আমাদের ভুল হয়ে যায়। শুনছি তো অনেক কথা-ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা কত কথা। কিন্তু প্রাকৃত লোকের কথার দ্বারা অধোক্ষজ বস্তুর জ্ঞান হয় না। প্রাকৃত লোক কি অধোক্ষজের কথা বুঝতে পারবে? পারবে না, সেজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—

''ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং...'' নির্মৎসর সাধুগণের যে ধর্ম সেই ধর্মটা যেভাবে নির্ণয় হবে সেই ভাবে প্রচার হবে। আমরা এ বিষয়ে অনলস যদি হতে পারি তাহলে ভগবানের কথা জীবনে বাস্তবায়িত হবে। আর যদি না বুঝতে পারি তাহলে অনেক কথার মতো হরিকথা শোনাটাও একটা কানে শুনবো অন্য কান দিয়ে

ভগবৎ কথাই কথা আর সব অ-কথা-কু-কথা

বেড়িয়ে যাবে, জীবনে একটুও ছাপ লাগবে না। আজকের সভা দেখে আনন্দ হচ্ছে অনেকেই এসেছেন। কথা শুনবার ক্ষমতাকে analyse করতে হবে এবং সমস্তকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধরতে হবে। আত্মমঙ্গলের কথা এটা। মনে হয় খুব critical, এ কেমন করে শুনতে হবে, কেমন করে বলতে হবে, কেমন করে মনে রাখতে হবে? সহজে বোঝা যায় না। যাঁরা সর্বসত্ত্বা দিয়ে ভগবানে মনটা লাগিয়েছেন তাঁদের হৃদয়ে ভগবানের আর্বিভাব হয়েছে। আর যাঁদের হৃদয়ে ভগবানের কথার আর্বিভাব হয়েছে তাঁরা কি বলছেন? না—

''নাচো গাও ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন ॥''

কৃষ্ণ প্রেম লাভ করব কখন? যখন আমরা কৃষ্ণ ভক্তগণের সঙ্গে একই আশয়যুক্ত হয়ে নৃত্য কীর্ত্তনে তন্ময় হয়ে ভগবানের কথা অনুকীর্ত্তন করব। কীর্ত্তন আর অনুকীর্ত্তন এক কথা নয়। অনুকীর্ত্তন মানে আমাদের জন্য মহাজনগণ যে ভগবৎ সম্বন্ধী কথা কীর্ত্তন করে রেখে গেছেন সেই কথাগুলি আমরা সর্বক্ষণ অনুগমনে কীর্ত্তন করব। সেজন্য মহাপ্রভুর কথা, ভক্তগণের কথা, ভাগবতের কথা সর্বক্ষণ কীর্ত্তন করতে হবে। এ রকম করতে করতে যখন আমাদের দৃঢ়তা আসবে তখন ভগবান দয়া করবেন, দৃষ্টি পথে আবির্ভূত হবেন। অধোক্ষজ বিষ্ণুতে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ভক্তি যখন হবে এবং এই রকম ভাবে জীবনভোর করতে থাকলে তবে ভগবত রাজ্যের দিকে নিয়ে যাবে। আমরা জগতের কর্মচক্রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কর্মচক্র কিছু করতে পারে না। ভাগবত বলছেন—

''আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপুর্য্যক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥''

ভগবানের গুণ শ্রবণের এতো শক্তি আছে। যদি ভগবানের গুণের অনুস্মরণ, অনুকীর্ত্তন নিরন্তর করা হয় তাহলে ভগবান হৃদয়ে আবির্ভূত হন। সেজন্য এত emphatically (জোরের সঙ্গে) বলছেন—

''তস্মাৎ একেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদাঃ ॥''

ভগবানকে আর্বিভাব করানোর কুশলতা গুরুবর্গ আচরণে দেখিয়েছেন। সর্বক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন করতে হবে ভক্তসঙ্গে। আমাদের তো ভক্তসঙ্গ হয় না। কোথায় ভক্ত? কি করে আমরা সর্বক্ষণ কীর্ত্তন করব? ভক্তগণের সঙ্গ হলেই যে কত মধুর কথা হবে সেই সুমধুর কথাটাকে সর্বক্ষণ কীর্ত্তন এবং সর্বক্ষণ স্মরণ করতে হবে। এই কথা কীর্ত্তনের দ্বারাই জীব জীবিত থাকে। সেজন্য ভগবৎ কথাই কথা, আর সব অকথা-কুকথা, সেজন্য ভগবানের কথা শুনবো, বলব-এরকম ইচ্ছাশক্তি যাদের মধ্যে প্রবলভাবে কাজ করবে তারাই ভগবানের সেবায় লেগে থাকবে।

''পরান ভরিয়া যদি গাই।
পরান ভরিয়া তবে পাই ॥''

আমরা যদি কৃষ্ণ বলে গাইতে শিখি তাহলে কৃষ্ণকে আমরা পেতে পারি। এরকম ভাবে সাধক জীবনের প্রত্যেকটা analysis করে দেখতে হবে আমরা কতটুকু ভগবানের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। তাঁর সেবা করে, তাঁর কীর্ত্তন করে। সেজন্য ভাগবতে এমন একটা শ্লোক বললেন, নিত্যকাল শ্রবণ করিতে হবে। যারা এসব শ্রবণ করতে অভ্যাস করেছেন তাঁরা মহাভাগ্যবান।

''শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥''
(চৈঃ চঃ অঃ ১২।১)

শাস্ত্রে আমাদের সব সময় alert করে দিচ্ছে। অন্য কিছু যেন আমাদের শ্রবণ-কীর্ত্তনের মধ্যে না আসে। আসলেই তখন সব সৌভাগ্য হারিয়ে যাবে। সেজন্য ভগবানের কথা শোনা হলেই জীবনের সার্থকতা—

''য ইদমনুশৃণোতি শ্রাবয়েদ্বা মুরারে
শ্চরিতমমৃতকীর্ত্তের্ব্বর্ণিতং ব্যাসপুত্রৈঃ।
জগদঘভিদলং তাদ্ভক্তসৎকর্ণপূরং
ভগবতি কৃতচিত্তো যাতি তৎক্ষেমধাম ॥''

আপনাকে ভগবানের কাছে যেতে হবে না, ভগবান তিনি এমন গুণবান পুরুষ যে তিনি ভক্তমুখের কথা শোনবার জন্য আপনার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে যাবেন। প্রিয়শ্রবা ভগবান। ভগবান কে প্রিয়তার সঙ্গে শুনলেই তিনি হৃদয়ে আবির্ভূত হবেন। এই ভাবে পরীক্ষা করে দেখুন কিছু উন্নতি হয় কি না?

**''বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥''**

—০—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি

শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রণালী বাস্তবকার্য্যকরী প্রণালী, উহা কৃত্রিমতা বা কল্পনাময় নহে; উদাহরণ ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ কেবল প্রচলিত-ধর্ম্মের ধারণায় বা কৃষ্ণে ঐকান্তিকী প্রীতিহীন একঘেয়ে ধর্ম্মের ধারণার স্রোতে লোকের জীবন-গতিকে প্রবাহিত করিতে বলেন না, শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের প্রতি কার্য্য, প্রতি চিন্তা, প্রতি পদক্ষেপ, দৈনন্দিন প্রত্যেক কৃত্যকে প্রকৃত বাস্তব আত্মোপকার ও পরোপকারের পথে বাস্তব ঐকান্তিক অনুষ্ঠান ও অনুশীলনের দ্বারা পরিচালিত করাইবার সাক্ষাৎ আচরণময় আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক ব্যক্তি আপাত-দৃষ্টিতে সাংসারিক অন্যান্য ব্যক্তিগণের ন্যায় সকল কার্য্যই করেন; তাঁহারা মৌন থাকেন না, বুজরুকী দেখাইতেও বসেন না, 'নগ্নদেহে থাকিলেই সাধুতা হয়' বিচার করেন না; বা গাঁজা-তামাক, পান, তাস-পাশা, চা-চুরুট, সিল্কের গেরুয়া-কৌপীন, কাট্‌লেট্, মাম্‌লেট্‌ও ব্যবহার করেন না; তাঁহারা বাহিরে জাগতিক লোকের ন্যায় বা তদপেক্ষা অধিক প্রবৃত্তের চেহারায় কৃষ্ণ ও নিবৃত্ততর্ষ কার্ষ্ণগণের অকৈতব ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রবৃত্ত থাকেন; তাঁহাদের নিবৃত্তের চেহারা কৃষ্ণসেবা হইতে নিবৃত্তি নহে, কৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের বাধক ব্যাপারসমূহ হইতে নিবৃত্তি মাত্র। সুতরাং যাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের আচার ও বিচার হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচরণ সর্ব্বতোভাবে পৃথক্।

তথাকথিত শান্তি বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণই প্রচলিত ধর্ম্ম-সমূহের প্রচলিত ধারণার লক্ষ্য

কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ যে-যুগে ভোগ ও ত্যাগের আদর্শে নির্ব্বাচিত করিয়া—কোনও না কোন আকারে 'শান্তি', 'আনন্দ' প্রভৃতির অন্বেষণের নামে অকৈতব কৃষ্ণানুসন্ধান পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক একমাত্র সম্ভোগবাদই 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, সেই যুগে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক ব্যাপারে ছলনা-রহিত কৃষ্ণের অনুসন্ধান শিক্ষা দিতেছেন।

লোকের ধারণা—আত্মশান্তিই ধর্ম্মের লক্ষ্য, জগতের লোক নানাপ্রকার অশান্তির আগ্নেয়গিরির উৎপাতে তাপিত, শঙ্কিত, বিচলিত; অশান্তির সাময়িক নিবৃত্তি বা অশান্তিকে সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার চেষ্টাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম। লোকের ধারণা—ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন প্রকারে অশান্তিকে ভুলাইয়া রাখিয়া ভোগে ত্যাগে শান্তি খুঁজিবার স্থান-বিশেষ।

অকপট শ্রীচৈতন্যদাসগণ তথাকথিত শান্তির অন্তরে প্রচ্ছন্ন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা লক্ষ্য করিতে পারেন

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ঐরূপ দেহ-মনের শান্তি বা ঐরূপভাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির শান্তির অনুসন্ধানপর ধর্ম্মের প্রচারক নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত।

কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সেবা-কামনা ব্যতীত নিজে-ন্দ্রিয়ের কোন কামনা না করায় স্বভাবতঃই শান্ত, তাঁহার শান্তির অনুসন্ধানের কোনও আবশ্যক নাই। অশান্ত ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামীর 'শান্তি'-অনুসন্ধান—কেবল নিজের সুখানুসন্ধান মাত্র, তাহাতে কৃষ্ণের সুখানুসন্ধান-চেষ্টা বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই, তাহা কৈতব-পূর্ণ, হেতুময়। জগতের লোকের ধর্ম্ম-চেষ্টা এই হেতুমূলে জাত। জগতের লোক নিজেন্দ্রিয়তর্পণময় হেতুর অভিসন্ধিযুক্ত 'ধর্ম্ম' বা তাহার অনুশীলনকারী ধার্ম্মিক বলিয়া বড়াই করেন, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠ সর্ব্বকৈতবনির্ম্মুক্ত ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলনকারিরূপে ঐরূপ চেষ্টাকে নিজসুখচেষ্টা বা সম্ভোগবাদ-ব্যতীত আর কিছুই বলেন না। শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিজের ভজনরূপ কৃষ্ণানুশীলন বা পরোপকার-চেষ্টা কোনটিই ঐরূপ হেতুমূলে জাত নহে বলিয়া গৌড়ীয় মঠ তথাকথিত সমন্বয়বাদীর ন্যায় দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের সহিত আত্মধর্ম্মের গোঁজামিল দিতে পারেন না।

(ক্রমশঃ)

"আমি ভাবি না"

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, (সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

আজ দেখিতে দেখিতে প্রায় ৩৫ বৎসর কাল অতীত হইয়াছে। কাল তাহার বিক্রম দেখাইয়া জগতে অনেক পরিবর্ত্তন আমার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অনেক দিবস-যামিনী, অনেক সায়ং-প্রাতঃ, অনেক শিশির-বসন্ত কালচক্রের নেমির উপর অনেক ডিগ্‌বাজী খেলা খেলিয়াছে। কত লোক আসিল, কতলোক চলিয়া গেল এবং তাঁহাদের মধ্যে কেউ কেউ ডুবিয়া গেলেন, কেউ বা আমার মাথার উপর টেক্কা দিয়া অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হইয়া গেলেন। কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্ত্তনতার প্লাবনের মধ্যে আমার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। আমি হরিভজনে লিপ্ত থাকিলাম সত্য, কিন্তু পথের শেষগন্তব্য সীমা যেন আরও দুরত্ব বাড়াইয়া চলিতেছে মনে হইল। আমি ভাবিলাম কৈ কেন আমার এই দুরাবস্থা।

পূর্বে হরিকথায়, হরিসেবায় যে নবীন অনুরাগটুকুর আভাস ছিল, আজ বহু বৎসর পর যেন তাহা নতুনত্বের রং হারাইয়া বিষন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শুনিয়াছি চেতনের অনুশীলনে অনুরাগ নবনবায়মানভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। জড়ের অনুশীলন হইলে নবীনত্বের আপাত সৌন্দর্য্য ও তদ্‌জাত সৌন্দর্য্য শীঘ্রই শীথিল হইয়া পড়ে। কিন্তু চেতনধর্ম্মের অনুশীলনের মধ্যে থাকিয়াও উৎসাহের নবীনত্ব দূরে থাকুক হতাশার মেঘ কখনো কখনো প্রবলভাবে মনকে আচ্ছাদিত করিতেছে। গৌড়ীয় গুরুবর্গের দ্বারা প্লাবিত শুদ্ধভক্তির মন্দাকিনী ধারার মধ্যে বারংবার অবগাহন করিয়াও সিদ্ধিলাভের পথ হারাইয়া ফেলিতেছি। "ভক্তিমার্গ ইহ কোটিকণ্টকরুদ্ধ"— এই শাস্ত্রবাণী পূর্বে শুনি নাই সত্য, বর্ত্তমানে ঐ বিষয়ে ধাতস্থ হইলেও ধৈর্য্যের যে বিশাল বাঁধ বাঁধিয়া নিজের গন্তব্যপথ যে পরিমাণ কামড় দিয়া ধরিয়া থাকা উচিত তাহাতেও মধ্যে মধ্যে শিথীলতা আসিয়া যে এক চিন্তার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে তাহার ভাবনা ভাবিলাম কৈ?

আমি ভাবি না, এমন মহাপ্রভু অথবা আমার গুরুদেব করুণাসিন্ধু, এমন অমন্দোদয় দয়ার অবতার আর কি কোথাও হইয়াছে না হইবে? এই দয়া ধারা প্রবাহিত থাকিতে থাকিতে নিজের মঙ্গল করিয়া লইতে না পারিলে কোন কালেও কি আমার মঙ্গল হইবে? মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের প্রথম অপরাধেই তাঁহার দ্বার মানা করিয়াছিলেন, কালা কৃষ্ণদাস একবার ভট্টথারির প্রলোভনে পতিত হইবার ফলেই মহাপ্রভুর পাদপদ্মের নিকট হইতে অন্যত্র প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে কতবার ছোট হরিদাসের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছি—কতবার কালা কৃষ্ণদাসের আদর্শ বরণ করিয়াছি—কতবার রামচন্দ্র পুরীর বুদ্ধি পোষণ করিয়াছি, তথাপি অমন্দোদয় দয়ানিধি গুরুদেব আমাকে তাঁহার বাক্যামৃতে স্নান করাইয়া, কৃপাবারিতে অভিষিক্ত করাইয়া তাঁহার পাদপদ্ম সন্নিধানে টানিয়া লইয়াছেন, আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, আমাকে পুনরায় প্রতিজ্ঞা করাইয়া মহাশোধিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন। এ অহৈতুকী দয়ার প্লাবন আর কি কখনো কোথাও পাইব?

আমি একবারও ভাবি না, জগতে তোষামোদকারী, সুমিষ্ট বাক্যে প্রতিষ্ঠা দিয়া বঞ্চনা করিবার লোক অনেক পাইব, কিন্তু অকপট স্নেহভাবিত মর্মান্তিক বাক্যে শাসন করিয়া আমার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া আমাকে সংশোধিত করিবেন এমন অদ্বিতীয় বান্ধব গুরুদেব ও তদনুগত জন ব্যতীত চতুর্দ্দশ ভুবনে আর কোথায় পাইব? আমি যখন আমার নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতে যাই, তখন কুঠারটি আমার হাতে তুলিয়া দিবার মত লোক দুনিয়ার দক্ষিণে, বামে, পূর্বে, পশ্চিমে সর্ব্বত্রই পাইব, কিন্তু হাতের কুঠারখানি ছিনাইয়া লইবার আপাত নিষ্ঠুরতা দেখাইয়াও আমাকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক অমৃতের রাজ্যে লইয়া যাইবেন, এমন বান্ধব আর কোথায় পাইব? আমার চিত্তের বিক্ষেপ দেখিয়া অনেকে হাসিবেন, অনেকে গোপনে জল্পনা করিবেন, অনেকে উহাই ঠিক বলিয়া উৎসাহিত করিবেন কিন্তু প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্খী হইয়া আমার বিপদে কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিবার যে অকপট প্রয়াস গুরুবৈষ্ণব ব্যতীত আর কে করিবেন তাহা কখনও ভাবি নাই। এই সকল কথা ভাবিয়া কুকুর-বিড়াল

হইতেও নিজেকে হীনমন্য করিয়া পড়িয়া থাকিবার চিন্তা একবারও কি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে?

আমি ভাবি না, বহু মঠ-মন্দির নির্মিত হইয়াছে এবং হইবে। উহাদের কোন একটির অথবা সবগুলির মহান্ত হইয়া গদি অধিকার করিয়া মোহান্ধের ন্যায় লোকের পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা ভাল অথবা গুরুবর্গের কৃপার দ্বারা সিক্ত হইয়া নিজের জীবনকে আচরণশীল জীবন্ত মঠের রূপ দান করিয়া গুরুবর্গের আশয় বুঝিয়া কুকুরের ন্যায় পাহারাদারের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করা অধিক শ্রেয়ঃ—হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থলে এই ভাবনা জাগে নাই কেন?

আমি ভাবি না, আমি যদি প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, প্রতি চিন্তাধারায়, প্রতি কার্য্যকলাপে, প্রতি চেষ্ঠায় পূর্ণতম হরিভজন না করি, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সন্তোষবিধানই শ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া মনে না করি, শতলাঞ্ছনা-গঞ্জনাতেও গুরুবর্গের সেবা না ছাড়ি তবেই আমি প্রকৃত কৃষ্ণদাস হইতে পারিব। যাহারা আমাকে আমার জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত দেখিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিবেন, আমাকে গভীর গর্ত্তে পতিত দেখিয়া আনন্দ পাইবেন, তাঁদের অজ্ঞাতসারে দৈন্য ও সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইয়া আমি যে এক অমৃতের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাদের সকল চেষ্ঠাকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারি সেকথা একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছি কি?

আমার প্রভু, আমার আচরণশীল ভজনময় জীবন দেখিতে চান। সহ্যের চরম সীমায় দাঁড়িয়ে হরিভজনে টিকিয়া থাকিতে তাঁহার উপদেশ। ''যে সয় সে রয়''—এই তাঁর আর্শীবাণী। এই সকল বাণীকে উপেক্ষা করিয়া নিজের খামখেয়ালী নিয়ে কৃষ্ণসেবার দুর্গে পৌঁছানো যে মহান অসম্ভব তাহা কি জীবনের তন্ত্রে তন্ত্রে অনুভব করিতে পারিব? যদি পারিতাম তাহা হইলে শত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনায় সেবা ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি কখনো মনের কোণে আসিয়া উপস্থিত হইত না। বরং ভাবিতাম যাহারা আমাকে বাহ্যে ভাল বলে, প্রতিষ্ঠা দেয় তারাই আমার ভজনের পরম শত্রু। আর যাহারা ধৈর্য্যের পরীক্ষা লইবার জন্য আঘাতের পর আঘাত হানিয়া বাহ্যে শত্রুতা প্রদর্শন করে, ''তব নিজজন পরম বান্ধব''—এই মহাজন বাণীর আলোকে তাঁদের আলিঙ্গনই শ্রেয়ঃ—এরূপ ভাবনা ভাবার চিত্তবৃত্তি যেদিন জন্মিবে, সেদিনই মনে হয় সিদ্ধির পথ সুগম হইবে।

—০—

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা

শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ (মঠাধ্যক্ষ, গয়া)

কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অশেষ করুণায় ' গৌড়ীয় মশিন' পরিচালিত চতুর্দ্দশ দিবস ব্যাপী শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমার কর্মসূচী গত ২২শে বিষ্ণু (১০ এপ্রিল) সুচারুরূপে সমাপ্ত হয়েছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০ শত বৎসর 'সন্ন্যাস আশ্রম' প্রবেশকে কেন্দ্র করে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। দুইটি বাসযোগে যাত্রীগণ সহ স্বয়ং গুরুদেব স্ব-যানে এবং অগ্রগামী দলের অপর একটি যানে শ্রীপাদ বন মহারাজ, শ্রীপাদ নিমী মহারাজসহ ভক্তদাস ব্রহ্মচারী, শুকদেব দাস ও অদ্বৈত দাস প্রভু ছিলেন।

১নং বাসে পূজ্যপাদ সেবাসচিব ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ সহ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যসি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ, দেবানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সীতাপতি দাস ব্রহ্মচারী...সহ অন্যান্য ভক্তযাত্রীগণ। ২নং বাসে পূজ্যপাদ অকিঞ্চন মহারাজ সহ শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজ, নিতাই দাস প্রভু, নরহরি দাস ব্রহ্মচারী, দীনদয়াল দাস ব্রহ্মচারীসহ অন্যান্য যাত্রীগণ। এইবার পরিক্রমাকারী যাত্রীগণ বেশীরভাগ উড়িষ্যা ও ২৪ পরগণার ছিল। উড়িষ্যার খুড়দাস্থিত শ্রীপাদ জানকী বল্লভ দাসাধিকারী প্রভু ও শ্রীপাদ গোপবন্ধু দাসাধিকারী ২নং বাসেই ছিলেন। (মাননীয় জগন্নাথ ভকত বাবু প্রভু) ১নং বাসে ছিলেন।

পরিক্রমার প্রথম দিবস শ্রীহরিসংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীল গুরুদেবকে অগ্রণী করে যাত্রীগণ বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে

হতে শ্রীগৌরসুন্দর বিনোদানন্দজীউর কৃপাপ্রার্থনা করে মঙ্গল আরতীর পরেই রওনা হয়ে প্রথমেই গৌরপার্ষদ প্রবর শ্রীল অনন্ত আচার্য্যের শ্রীপাদ 'গৌরপদাঙ্কপুত' ভূমিতে গমন করেন। স্থানটি আঁটিসারা নামে প্রসিদ্ধ শ্রীল গুরুদেবের নির্দেশে 'জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্দ্র' কীর্ত্তনের সাথে সাথে শ্রীবিগ্রহগণের (গৌরনিত্যানন্দ) সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আরতী নিবেদন করেন। এর পর স্থানের মহিমা শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ কীর্ত্তন করার পর শ্রীল গুরুদেব শ্রীগৌরমণ্ডলের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন। সেখান থেকে গৌড়ীয় মঠাশ্রিত আলিপুর গ্রাম নিবাসী পঞ্চানন বৈদ্য ও শ্রীপাঁচুগোপাল বৈদ্য ভক্তদ্বয়ের ব্যবস্থিত ভাগবত ধর্ম সভায় যোগদান করেন। শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজের নির্দেশক্রমে প্রথমে শ্রীপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজ ও পরে পরেই শ্রীপাদ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ, বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যাবেলায় শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ হরিনাম মুখে ইষ্টগোষ্টি করেন। রাত্রিবাস এইখানেই হয়।

দ্বিতীয় দিবসে অম্বুলিঙ্গ ঘাটে যাওয়া হয়। ভগীরথের আগমনে গঙ্গাদেবী এখানে শতমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়েছিলেন। শ্রীশিবজী গঙ্গা অনুরাগে জলময় রূপ হয়ে ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে সন্ন্যাসলীলার পর পদার্পণ করেছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দেশে 'তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার, কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ মহিমাকীর্ত্তন করেন। সেখান থেকে অন্ধমুনি তলা যাওয়া হয়। অন্ধমুনিতলাস্থিত বর্তমান গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধা গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে প্রসাদ সেবা হয়। নিকটেই জগদগুরু ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত পাদপীঠ বন্দনা করেন। পাশেই চক্রতীর্থ বিরাজমান।

এখান থেকেই যাত্রীগণ সাগর সঙ্গমতীর্থে গমন করেন। লঞ্চ যোগে গঙ্গাপারের এক অপূর্ব অনুভূতি সকলের মনকে আকৃষ্ট করে। সাগরতীর্থে 'ভারতসেবাশ্রমের' যাত্রীগণের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীল গুরুদেবের নির্দেশে আশ্রমের মন্দিরে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ স্থান মহিমা কীর্ত্তন করেন। রাত্রিতে বিশ্রামের পর অতিপ্রত্যুষ্যে সাগর তীর্থে স্নানের জন্য যাত্রীগণ সহ স্বয়ং গুরুদেব হরিসংকীর্ত্তন সহযোগে গমন করেন। পরিক্রমার তৃতীয় দিবসে পরিক্রমা পাটি গঙ্গাসাগর থেকে রওনা হয় এড়িয়াদহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত শ্রীদাসগদাধরের শ্রীপাটে পৌঁছাতে প্রায় তিনটে বেজে যায়। শ্রীমহাপ্রভুর নির্দেশে গৌরদেশে প্রেমদান লীলায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এখানে এসেছিলেন। *(—ক্রমশঃ)*

যুগাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ (মঠাধ্যক্ষ, Rochestor, U.S.A)

কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কমল বন্দন পূর্বক তাঁরই কিছু গুণ মাধুর্যের কথা স্মরণ করার চেষ্টা করছি।

যুগাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঃ—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

বৃহন্নারদীয় পুরাণে ঃ—

হরেনাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবেদব্যাস আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে বলেছেন সত্য যুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চন ও কলিযুগে ধর্ম হল হরিকীর্ত্তন। হরিকীর্ত্তন দ্বারাই জীবের পরম কল্যাণ লাভ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে বললেন, কেবল হরিনাম, হরিনাম,—হরিনাম সার, এছাড়া কলিযুগে অন্য কোন গতি নাই, নাই-ই, আর নাই-ই, আজ থেকে প্রায় ৫২৫ বৎসর পূর্বে শ্রীহরিনামের সূর্য্য স্বরূপ ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর গৃহে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন। জগতজীবের পরম-কল্যানের

নিমিত্তে শ্রীহরিনামের দ্বারে আপামর সকলকে শুদ্ধ প্রেমভক্তি দান করেন। জন্মাবধি কৃষ্ণ নামই ছিল তাঁর প্রাণ স্বরূপ। যে কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকে উল্লেখ করেছেন—

''চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥

চিত্তরূপ দর্পনের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপনকারী। জীবের মঙ্গল স্বরূপ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণ-কারী, বিদ্যাবধুর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন স্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মনে উদয় হয়, যে আমার মাধুর্য্য মধুরিমা কিরূপ? যা শ্রীমতি রাধারাণী ও অন্যান্য গোপীগণ সদাস্বাদনে বিভোর। শ্রীমতি রাধারাণীর প্রণয় মধুরিমাই বা কিরূপ? এবং আমার সেবার দ্বারা শ্রীমতি রাধারাণীর কী জাতীয় সুখের উদয় হয়? (শ্লোক চৈঃ চঃ আঃ ১।৬)—এই তিনটি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের অতীব লোভ উৎপন্ন হলে তিনি শচীগর্ভ সমুদ্রে জন্ম গ্রহণ করলেন। জন্মাবধি ক্রন্দনের ছলে প্রতিবেশী সকল নরনারীকে হরিকীর্ত্তনে ডুবিয়েছেন। চার বৎসর বয়সে গৃহে আগত তৈথিক বিপ্রের অন্নগ্রহণের ছলে তাঁকে অষ্টভুজ রূপে দর্শন দান করেন। পঞ্চম বৎসর বয়সে একাদশী তিথিতে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের গৃহে বিষ্ণুর নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। মুরারীগুপ্তকে শ্রীরামরূপে দর্শন দান করেন। শ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীনৃসিংহ মুর্ত্তিতে দর্শন দেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ষড়্ভুজে রূপে দর্শন দান করেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের ভক্তিতে বশীভূত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ম্ভু মুর্তিতে তাঁর গৃহে (কালনা) আজও সেবিত হচ্ছেন। কুষ্ঠ রোগী বাসুদেব বিপ্রের উদ্ধার। ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত কুমীরের উদ্ধার ও গন্ধর্ব শরীর প্রদান, শ্রীবাস পণ্ডিতের মৃত পুত্রের মুখে জীবতত্ত্ব শিক্ষা। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে মোহিনী বেশে নৃত্য ও ভক্তগণের স্তন দান। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন কালে প্রেমে তাঁর চরণ স্পর্শে পাথর পর্যন্ত গলে যায়। যা জগন্নাথ মন্দিরের বহির্দেশে নিত্য সেবিত হচ্ছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে জম্বির অর্থাৎ লেবু গাছে কদম ফুল ফুটিয়েছেন যে গৌরসুন্দর সেই গৌরহরি আমার হৃদয় কন্দরে উদিত হোন এই প্রার্থনা।

পতিতপাবন শ্রীচৈতন্য ঃ—

ভগবান তাঁর অন্যান্য অবতারে যেমন রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ, বরাহ আদি অবতারে ভক্তি বিরোধী তত্ত্ব অসুরগণকে সংহার লীলা দ্বারা মুক্তি দান ও পৃথিবীর ভার হরণ পূর্বক ধর্ম স্থাপন ও সাধুগণকে রক্ষা করেছেন কিন্তু এই কলিযুগ পাবন অবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করুণার মূর্তি। তিনি কোন অস্ত্র ধারণ করেন নাই। জগাই, মাধাই, চাপাল, গোপাল, চাঁদ-কাজীকে পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ নামে তাঁদের হৃদয়ে সমস্ত কল্মষ পাপ বৃত্তিকে ধৌত বিধৌত করে কৃষ্ণ নামের মহিমা জগতে স্থাপন করেছেন।

''কিবাগুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী।
গোরা গুণে মাতল ভুবন দশ চারী ॥''

দীন, হীন, পতিত, কাঙ্গাল, রাজা, প্রজা, বিদ্বান, মুর্খ, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, সকলকে এক কৃষ্ণ নামে শ্রীহরি নামে একই সুত্রে যুক্ত করে জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্ব্বিশেষে কৃষ্ণ প্রেমে নৃত্য করিয়েছেন। ভেদাভেদ মুক্ত জীবন যে কৃষ্ণ নামই প্রদান করিতে পারে এ আদর্শ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগতে রেখে গেছেন। সেটাই আমাদের গ্রহণীয়।

সূর্য্য স্বরূপ শ্রীচৈতন্য ঃ—

জগতের সূর্য্য এই জগতকে আলোকিত করেন সত্য কিন্তু সর্বত্র প্রবেশ করতে সক্ষম নন। জীব হৃদয়ের অন্ধকারকে দূরীভূত করতে অক্ষম। আচ্ছাদিত বা নিবিড় জঙ্গলেও প্রবেশ করতে পারেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগতে যে শ্রীহরিনাম রূপ সূর্য্যকে উদয় করিয়েছিলেন সেই আলোকে জগতের উচ্চ নীচ সকল জীবের হৃদয়ের সম্পূর্ণ অন্ধকারকে দূরীভূত করে হৃদয় চৈতন্যকে জাগরিত ও উদ্ভাসিত করে মনুষ্যত্ব বিকাশিত করেন। মহাপ্রভু ঝাড়িখণ্ডের পথে গমন কালে বনের বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, সিংহ আদি পশু পাখিকে এক হরি কীর্ত্তনের দ্বারা হিংসা ভুলে একত্রে প্রেমে নৃত্য করিয়েছেন। তাঁরা মহাপ্রভুর এই নামকে আশ্রয় করে জীবন ধন্য করেছেন। কিন্তু আজ আমরা কোথায়? জড় বিদ্যার, বুদ্ধির, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি কি আমাদের হৃদয়ের অন্ধকারকে দূরীভূত করতে সক্ষম

যুগাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

হয়েছে? সমাজে হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, লোভাদি কমেছে? না বেড়েছে? আমরা ভগবানকে ভোলার সঙ্গে সঙ্গে সত্য, শৌচ, দয়া, বদান্যতা, করুণা প্রভৃতি অমূল্য গুণ যা মানুষকে মহান করে তোলে সেগুলি হারিয়ে ফেলেছি। যে কারণে সুখ অপেক্ষা দুঃখই বেশী এই জগতে। শ্রীচৈতন্য সূর্য্য শ্রী হরিনাম ব্যতীত সমাজ, দেশ, বা রাষ্ট্র সুন্দর হতে পারে না।

মহান শিক্ষক শ্রীচৈতন্য ঃ—

''বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥''

(ভাঃ গীঃ ৫।১৮)

অর্থাৎ বিদ্যা বিনয় দান করেন। বিদ্বান ব্যক্তি ব্রাহ্মণ গরু হস্তী, কুকুর, ও চণ্ডলে সমদর্শী জন। (অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন করেন।)

সর্বকালে জগতে শিক্ষিত ব্যক্তি কম বেশী ছিলেন। কিন্তু বর্তমান সমাজে স্কুল কলেজ থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করছি সেটাই বিচার্য্যের বিষয়।

আজ থেকে পাঁচশত বৎসর পূর্বে যখন বর্ণবৈষ্যমের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত, মুসলমানের অত্যাচারে সমাজ পীড়িত, উচ্চবর্ণের উৎপীড়নে নিম্নজাতিবর্গ নিষ্পেষিত, ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও অধর্মের প্রসার সমাজকে গ্রাস করেছিল সেই অবসরে প্রকট হলেন নিমাই পণ্ডিত (শ্রীচেতন্য)। ভগবৎ শিক্ষার আলোকে জগতকে কুসংস্কার মুক্ত করতে তিনি দৃঢ় ব্রতী হলেন। তিনি প্রথমে নিজ গৃহে একটা টোল অর্থাৎ স্কুল খুললেন। সমস্ত ছাত্রদের তিনি শিক্ষা দিলেন যে আমরা গুরুজন বা বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ ও আদর করব কেন? তিনি সত্যের দ্বারা ছাত্রদের সুন্দর করে তুললেন। বললেন ''কৃষ্ণ অধিষ্ঠান সর্বজীবে জানি সদা। করবি সম্মান সবে আদরে সর্বদা ॥'' প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভগবান্ আত্মা রূপে অবস্থান করছেন। অতএব সমস্ত মনুষ্যকে সম্মান প্রদর্শন ও আদর করা প্রত্যেক ব্যক্তির মহান কর্তব্য। ''আত্মদর্শনই জীবকে মহানতা দান করে'' প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভগবান্ আছেন এই সত্যটা নিজে আন্তরিকতার সঙ্গে অনুভব করা ও অন্যকে জানানোই শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। এটা জানা হলেই অন্যকে দুঃখ দিয়ে সুখ লাভ করার বৃত্তি চিরতরে চলে যাবে। চলে যাবে হিংসা, দ্বেষ মাৎসর্য্য। সমাজ সংস্কার মুক্ত হয়ে একে অন্যের সঙ্গে স্বার্থহীন প্রেম করবে। আমার গৌরহরি শিক্ষার যোগ্যতাকে অপব্যবহারের হাত থেকে মুক্ত করতে গৌড়ের মুসলমান রাজা হোসেন শাহের তাঁবেদারী রূপ ও সনাতনকে চিরমুক্তি দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ নামে ও প্রেমে উন্মত্ত করেছিলেন। তাঁদের সমস্ত ধন দীন দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়ে তাঁরা মায়ার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে অকিঞ্চন ভক্তিতে ভগবানকে বশীভূত করেন এবং রাধা মদন মোহন ও রাধা গোবিন্দদেব স্বয়ং প্রকটিত হন (বৃন্দাবনে)। রাজদর্পের পর্বত থেকে প্রতাপরুদ্র রাজাকে নামিয়ে পরম বিনয়ী করেন। বিদ্যাগর্বে গর্বিত কেশব কাশ্মিরী ও মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের গুরুসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে পরম ভক্তে পরিবর্তন করেন। এবং নবদ্বীপের দুই দস্যু জগাই, মাধাই, চাপাল, গোপাল, মুসলমান কাজীকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষা জীবকে ''তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা'' মন্ত্রে সমাজকে রক্ষা করেছিলেন।

আজ শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে শিক্ষিতের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে, কিন্তু হরি সম্বন্ধহীন কৃষ্ণ সম্বন্ধহীন শিক্ষা আমাদের মনুষ্যত্বকে হীন করতে ত্রুটি করে নাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই গেয়েছেন—

''জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব (হরি) তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা ॥''

বর্তমান শিক্ষিত সমাজ স্বার্থপরতা, কপটতা, দুর্নীতি, মিথ্যাচারিতার কারাগারে বন্দি। তাই সমাজ দেশ ও রাষ্ট্র দুঃখ ও অশান্তিতে জর্জ্জরিত।

ব্রজবাসীকে রক্ষা করতে যেমন পুরুষোত্তম কৃষ্ণের প্রয়োজন, হস্তিনাপুরকে রক্ষা করতে যেমন পুরুষোত্তমের প্রয়োজন, কলিয়দহের বিষক্তি জলকে অমৃত করতে, অগ্নির হাত থেকে রক্ষা করতে, গোবর্দ্ধন ধারণ ও ইন্দ্রের গর্বকে খর্ব করতে এবং ব্রহ্মার কপটতাকে ধ্বংস করতে একমাত্র পুরুষোত্তম কৃষ্ণই পারেন তদ্রূপ সমাজকে সুন্দর করতে সমাজের মানুষগুলিকে উত্তম করা আবশ্যক। মানুষকে উত্তম করতে হলে পুরুষোত্তমের সঙ্গ সান্নিধ্য ছাড়া অসম্ভব। ৫০০ বৎসর পূর্বের মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্বক হরিনামের মশাল জ্বালিয়ে জগতের অন্ধকার দূর করার কাজে ব্রতী হতে পারলেই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। জয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কী জয়। জয় গৌরসুন্দর কী জয়। ❑

নির্যাণ

গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বিষ্ণুমহারাজ গত ৩০।৩।২০১১ তারিখে আকস্মিক ভাবে অন্তর্ধান লীলা প্রকাশ করেন। তাঁর পূর্ব্বাশ্রম ছিল বর্ধমান শহরের বাজেপ্রতাপপুর মহল্লায় এবং পিতার নাম শ্রীনগেন্দ্র বিশ্বাস ও মাতার নাম শ্রীমতী বিজলীরাণী বিশ্বাস। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল শ্রীবলরাম বিশ্বাস (ডাক নাম বলাই); ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় এবং অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাস করেন। তৎপরে তিনি খবরের কাগজ বিক্রয় কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি গৃহে গিরিধারীর সেবা পূজা পাঠ যথাবিধি করতেন।

মিশনের তদানীন্তন আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔডুলোমি মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত আমলাজোড়া নিবাসী রেল বিভাগে চাকরীরত শ্রীবিশ্বম্ভর দাসজীর সঙ্গে শ্রীবলরামের প্রথম পরিচয় হয়। শ্রীবিশ্বম্ভরজী শ্রীবলরামকে গৌড়ীয় মিশনের কথা বলেন এবং গুরুপাদাশ্রয়ের কথা জানান। শ্রীবলরামজী মিশনের শাখা আমলাজোড়ায় শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে এবং শ্রীগোদ্রুম মঠে যাতায়াত করতেন ও সাধ্যানুযায়ী সেবা করতেন এবং পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের নিকট শ্রীহরিনাম আশ্রয় করেন। পরবর্তীকালে তাঁর মাতাঠাকুরাণীও শ্রীহরিনাম আশ্রয় করেন। বেশ কিছুদিন পরে শ্রীল গুরুমহারাজ তাঁকে পাঞ্চরাত্রিক মতে দীক্ষা প্রদান করেন। দীক্ষার নাম হয় শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী।

শ্রীবীরভদ্র দাসজী ক্রমে ক্রমে শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব সেবায় রুচি লাভ করেন। মিশনের ভূতপূর্ব আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করে ১৯৯২ সালে কায় মনোবাক্যে হরিগুরুবৈষ্ণব সেবা করার সংকল্প গ্রহণ পূর্বক মঠবাস করতে থাকেন এবং বৃন্দাবন ধামস্থিত অন্যতম শাখা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজের অধীনে বেশকিছু কাল উক্ত মঠে রন্ধন ও ভিক্ষা সেবা করতে থাকেন। পরবর্তীকালে তিনি দিল্লী গৌড়ীয় মঠে ও কাশীধামস্থ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের সেবা কার্য্য করিতে থাকেন। কিছু কাল পরে ত্যক্তাশ্রমের বেশ গ্রহন পূর্বক শ্রীবৃন্দাবনস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে তাঁর পূর্বাশ্রমের গিরিধারীকে প্রদান পূর্বক উক্তমঠের বহু দায়িত্বপূর্ণ সেবা সম্পাদন করেন।

তাঁর ভজনাদর্শময় জীবন যাত্রা বিশেষ প্রশংসনীয়। বৈষ্ণবোচিত সরল স্বভাব তাঁর চরিত্রে পরিদৃষ্ট হয়। 'এই সে বৈষ্ণব ধর্ম সবারে প্রণতি'—এই আদর্শের মূর্তিমন্ত স্বরূপ ছিলেন। গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ তাঁর সেবাচাতুর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে গত ২০১০ সালের শ্রীগৌরজয়ন্তী বাসরে তাঁকে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান করেন। সন্ন্যাসের নাম হয় শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বিষ্ণু মহারাজ এবং উক্ত সময় হতে তিনি শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠে ভিক্ষা সংগ্রহ সেবায় নিযুক্ত হন। শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার সময় ও প্রতিবৎসর শ্রীগৌরজয়ন্তীর সময় প্রচার ভিক্ষা নিষ্ঠাপূর্বক করতেন।

তিনি ভগবন্নিবেদিত বস্তু ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতেন না এমনকি জল গ্রহণের সময়ও কণ্ঠস্থিত তুলসী মালায় ঠেকিয়ে জল গ্রহণ করতেন। সন্ধ্যা আহ্নিকাদি করার নিষ্ঠাও তাঁর মধ্যে অত্যদ্ভুত ভাবে দৃষ্ট হয় অর্থাৎ দীর্ঘ সময় ধরে মনোনিবেশপূর্বক আহ্নিকাদি করতেন।

তাঁর আকস্মিক দেহ ত্যাগের সংবাদে মিশনের কর্তৃপক্ষ অত্যধিক মর্মাহত। মিশনে তাঁর ন্যায় নিরলস, দায়িত্বশীল সেবক বিরল। গত ১১।৪।২০১১ তারিখে মিশনের প্রধান কার্যালয় বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ বিষ্ণুমহারাজের অকালে মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সভায় মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সহ সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ ও শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ বন মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ শ্রীপাদ বিষ্ণু মহারাজের সেবাচাতুর্য্য ও বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীর কথা কীর্ত্তন করেন। সভান্তে উপস্থিত সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়। অনুরূপ ভাবে বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে ও শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠে নির্য্যাণোৎসব পালিত হয়।

গৌড়ীয় মিশন 'পরাবিদ্যা পীঠ'-এ সংস্কৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন

কোলকাতা মহানগরীর বুকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'পরাবিদ্যাপীঠ' মানবের নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা বিষয়ে জগতের সকল শ্রেণীর জীবের সেবা করে চলেছেন। ১৯৬৬ সনে ইহা Govt. of India কর্তৃক অনুমোদিত হন। সেই হতে মিশন কর্তৃপক্ষ নিয়মিত Class এবং বিভিন্ন Seminar ও Conference আদির মাধ্যমে জীবের সেবা করে চলেছেন। গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের আনুগত্যে এ বৎসর সর্বসাধারণের জন্য একটি সংস্কৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। গত ২৬-০৩-২০১১ তারিখে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের সাধুনিবাস Building-এ উহার উদ্বোধন করা হল। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ভূতপূর্ব আসাম প্রদেশের শিলচর স্থিত কাছাড় কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত ডঃ সুখময় ভট্টাচার্য এবং Dr. Ayan Bhattacharya এবং প্রফেসর বিপ্লব চক্রবর্ত্তী আদি বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি উক্ত সভায় শোভা বর্দ্ধন করেন। গত ০৬।০৪।২০১১ তারিখ হতে সপ্তাহে তিন দিন করে Class নেওয়া হচ্ছে। প্রায় ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা লাভে উপকৃত হইতেছেন।

এছাড়া এ বৎসর ভক্তিশাস্ত্রী পরিক্ষার ১ম ভাগে মোট ২৫ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছেন, উহাদের মধ্যে ১৭ জন ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাহাদের নাম পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁরা উত্তীর্ণ হতে পারেননি তাঁদের আগামী বৎসর পুনরায় পরীক্ষা দিতে পারিবেন।